Vulnerable Populations in Emergencies

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই ২০১৫

নারী ও শিশু সবার আগে
বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৭ আষাঢ় ১৪২২
১১ জুলাই ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Vulnerable Populations in Emergencies' যার ভাবানুবাদ হচ্ছে 'নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে'। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরিখে বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

বাংলাদেশ বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। ভূ-আয়তনের তুলনায় এ দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন গতিধারা অব্যাহত রাখতে প্রতিনিয়ত ভূমি, পানিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ছে। এতে একদিকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জানমালের ক্ষতিসহ উন্নয়ন ও অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রেখে বিদ্যমান সম্পদের পরিবেশবান্ধব ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জনসংখ্যাকে পরিণত করতে হবে জনসম্পদে। টেকসই উন্নয়নে পরিকল্পিত ও দক্ষ জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম।

দুর্যোগকালীন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে নারী ও শিশু। তাই এ সময় শিশু, কিশোরী ও গর্ভবতী নারীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা নিয়ে আমাদের আগে থেকে ভাবতে হবে। সেই সাথে দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি তাদের দ্রুত সেবার আওতায় আনতে হবে। এ জন্য পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম আরও জোরদার করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনে আমাদের সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। তাহলেই দেশ আরো এগিয়ে যাবে, জাতি হিসেবে আমরা দেশকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মোহাম্মদ নাসিম, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৫ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'Vulnerable Populations in Emergencies' যার ভাবানুবাদ হচ্ছে "নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে"। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্যটি যথার্থ।

পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধপরিকর। তাই আমরা নতুন প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশ অনুকূল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। যে কোন দুর্যোগ তা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট যাই হোক না কেন তাতে ক্ষয়ক্ষতি যেন কম হয় সে জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ে নারী, বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, শিশু ও কিশোরীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এ সময় তাদের বিশেষ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট বিপদ ও দুর্যোগ হতে সর্বস্তরের জনগণের বিশেষ করে নারী, শিশু ও কিশোরীর জন্য ঝুঁকি সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি।

সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, এনজিও, সুশীল সমাজসহ সকল স্তরের নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা এবারের 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের' আহ্বান বাস্তবায়নে এগিয়ে যাব। একই সাথে আমি পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মীবাহিনীকে আরো আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫ এর সকল আয়োজন সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ নাসিম

চেয়ারম্যান
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২৭ আষাঢ় ১৪২২
১১ জুলাই ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Vulnerable Populations in Emergencies' যার ভাবানুবাদ হচ্ছে 'নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে'। [illegible]

[illegible]

এ বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সকলের সার্বিক অংশগ্রহণে সেগুলো সফল হোক এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এমপি

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

২৭ আষাঢ় ১৪২২
১১ জুলাই ২০১৫

বাণী

আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে সারাদেশে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত র‍্যালি, আলোচনা সভা, কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ, সেবাকেন্দ্রসমূহে বিশেষ সেবাদান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। [illegible] এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য 'Vulnerable Populations in Emergencies' যার ভাবানুবাদ হচ্ছে 'নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে'।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মো: নূর হোসেন তালুকদার

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫
এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য "Vulnerable Populations in Emergencies" যার ভাবানুবাদ - "নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে"। যুদ্ধের প্রস্তুতির সময়ে কৈশোরকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে সঙ্কটের মুহূর্তে এই জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তুতির সময়েই কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী। তাহলে আগে থেকেই পর্যাপ্ত মজুদ রেখে, তথ্য সংগ্রহ করে এবং শিক্ষার মাধ্যমে সঙ্কটের প্রাথমিক পর্যায় সামাল দেয়া সম্ভব হবে। যেসব কিশোর-কিশোরী ঝুঁকিতে আছে তাদের সনাক্ত করে সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কৈশোরকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে স্থানীয় আইন ও নীতি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। কিশোর জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করছে এমন সংগঠনগুলোর কার্যক্রম থেকে ধারণা নিতে হবে। ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও জানানোর বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে। বিগত সঙ্কটের সময়গুলো কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলো তা থেকেও শিক্ষা নেয়া যেতে পারে।

প্রতিপাদ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বাণী ও বার্তা
ইউএনএফপিএ এর নির্বাহী পরিচালক ড. বাবাটুন্ডে অসোটিমেহিন এর মতে, "যেকোনো সঙ্কটে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর প্রতি মানবিক সাহায্য অত্যন্ত দ্রুত ও চাহিদামাফিক হতে হবে। নারী ও কমবয়সী জনগোষ্ঠীকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সঙ্কটের শুরু থেকে কাটিয়ে ওঠার মুহূর্ত পর্যন্ত এ সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে"।

শিরোনাম বার্তা
যেকোনো দুর্যোগের সময় নারী ও কন্যা শিশুর জীবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। এ সময় তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন থাকে, যা অধিকাংশ সময়ই উপেক্ষা করা হয়। তাদের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা গেলে তাদের পরিবার তথা সমাজ ও দেশের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

সহযোগী বার্তা
দুর্যোগের সময় নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ। যখন আমরা এ কাজে সফল হব, তখনই নারীর জীবন হবে সুস্থ ও নিরাপদ।

দুর্যোগ: বিশ্ব প্রেক্ষাপট

প্রাকৃতিক দুর্যোগ
বিগত এক দশকে (২০০০-'০৯) আগের দশকের তুলনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ তিনগুণ বেড়েছে। নগরায়ণ, বন উজাড় করা, পরিবেশের অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি মহিলা ও শিশুরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

জাতিগত দ্বন্দ্ব ও সহিংসতা
প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত, জাতিগত দ্বন্দ্বের কারণে সহিংসতা বেড়েছে। বিশেষত নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে তা বেড়েছে অধিক হারে। ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বের ১১১টি দেশ আংশিক বা পুরোপুরি জাতিগত দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছে। এর মধ্যে, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, মিশর, সিরিয়া ও দক্ষিণ সুদান সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের ১১টি সবচেয়ে কম শান্তিপূর্ণ দেশে ১৪০ মিলিয়ন প্রজননক্ষম নারী এবং ১৬.৮ মিলিয়ন গর্ভবতী নারীর বসবাস যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন।

বাস্তুচ্যুতি ও জোরপূর্বক অভিবাসন
সহিংসতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা রোগব্যাধিজনিত সব জরুরী অবস্থার ফলে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। ফলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তুর সৃষ্টি হয়। বাস্তুচ্যুত ও শরণার্থী জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। আগামী বছর এ সংখ্যা ৭.৮ কোটিতে উন্নীত হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সহিংসতার কারণে ঘরবাড়িহীন জীবন কাটাচ্ছেন বিশ্বের ৫ কোটিরও বেশি মানুষ। এদের তিন-চতুর্থাংশই নারী ও কন্যা শিশু। সঙ্কটময় মুহূর্তের সম্মুখীন এসব নারী ও কন্যা শিশুরা নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা, জোরপূর্বক বিয়ে, যৌন রোগ এবং মৃত্যুঝুঁকিতে থাকেন- কেননা তারা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা পান না। সঙ্কটকালীন সময়গুলোতে প্রায়ই জরুরী চিকিৎসা ও গর্ভসেবা অথবা পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়ার সুযোগ থাকে না। এসময় লিঙ্গভিত্তিক সন্ত্রাসের শিকার নারীদের চিকিৎসার সুযোগ কম বা একেবারেই থাকে না। যৌনবাহিত রোগ ঠেকানোর সুযোগও খুবই কম।

দুর্যোগ: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, খরা, কালবৈশাখী, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি দুর্যোগের কোনো কোনোটি প্রায় প্রতি বছর এদেশে আঘাত হানে। বিশ্ব ঝুঁকি প্রতিবেদন ২০১২ অনুযায়ী, বিশ্বের সর্বাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ ১৭৩ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ২০০টির বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে এবং এর ফলে ২ লাখ মানুষের প্রাণহানি ও প্রায় ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ এবং সম্পদ সাধারণত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বাংলাদেশকে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছেন। শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত দুর্যোগই নয়, দ্রুত নগরায়ণের সাথে সাথে বাড়ছে জলাবদ্ধতা, অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস। এ ছাড়া রয়েছে ভূমিকম্পের আশঙ্কা। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। পূর্বপ্রস্তুতি যত বেশি থাকে, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি তত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মানব সৃষ্ট ভয়াবহ ও নৃশংস দুর্যোগ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আমরা রচনা করেছি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ অসীম সাহসিকতা ও ধৈর্যের সাথে পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছি।

দুর্যোগে নারী, শিশু ও কিশোরী
প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট দুর্যোগে কিশোর-কিশোরী, নারী, শিশু ও পুরুষের ভোগান্তি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নারী-পুরুষের বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে কিশোরী এবং অল্প বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনেক বেশি। যেমন, কিশোরী মেয়েরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। অভিভাবকরা নিরাপত্তার কথা ভেবে দুর্যোগকালে কিশোরী মেয়েদের নিকট আত্মীয় বা অন্য কোন নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, কিশোরী মেয়েদের পরিবার থেকে আলাদা করা হলে তারা নিজেদেরকে সম্ভাব্য নির্যাতন থেকে একেবারেই রক্ষা করতে পারে না। আবার দুর্যোগকালীন সময়ে কিশোরী মেয়েদেরকেই খাবার পানি, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য কিংবা টয়লেটে যাওয়ার জন্য অনেক দূর-দুরান্তে যেতে হয় এবং এ অবস্থায় কিশোরী মেয়েরা নানা প্রতিকূল অবস্থা এমনকি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এছাড়া, দুর্যোগকালে নারী ও কিশোরী মেয়েদের আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে নানা রকম যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। এ সময় মাসিকের ন্যাপকিন পরিস্কার করা, শুকানোর জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা না থাকায় নারী ও কিশোরী মেয়েরা চর্ম ও যৌন রোগসহ নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির শিকার হয়।

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে নারী, শিশু ও কিশোরী: কিছু তথ্য উপাত্ত -
- জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থার (ইউএন উইমেন) মতে, যুদ্ধ বিগ্রহ বা জাতিগত সংঘাতের শিকার পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী জনগোষ্ঠী হচ্ছে নারী, শিশু এবং যুবক-যুবতী।
- বিশ্বের যে ১০টি দেশে সর্বোচ্চ মাতৃমৃত্যু হয় তার ৮টিই সংঘাতের শিকার (সূত্র: ইউএনএফপিএ ডব্লিউপিডি-২০১৫ সার্কুলার)।
- কাঠামোগত লিঙ্গবৈষম্যের ফলে নারী ও কন্যা শিশুরাই প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের বেশি শিকার হচ্ছে এবং মৃত্যুবরণ করছে (সূত্র: ইউএন উইমেন)।
- ২০০৪ সালের সুনামির ফলে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ৭০ ভাগেরও বেশি হচ্ছে নারী-শিশু (সূত্র: ইউএন উইমেন)।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে কিশোরী মেয়েরা যৌন হয়রানীর শিকার হয়, ফলে এদের মাঝে অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ এবং যৌনরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় (সূত্র: ইউএন উইমেন)।

ভ আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (IOM) গবেষণা অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরপর কিশোরী মেয়েরা বাল্যবিয়ে এবং পাচারের শিকার হয়।
- ১৯৯১ সালের সাইক্লোনের ফলে বাংলাদেশে প্রায় ১,৭০,০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল, যার শতকরা ৯০ ভাগই ছিল নারী ও শিশু।
- বাংলাদেশে অতি সম্প্রতি তাজরিন ফ্যাশন-এ অগ্নিকাণ্ড ও রানা-প্লাজা ধসের ফলে আহত ও নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী এবং কিশোরীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।
- প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে এর সাম্প্রতিক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে কন্যাশিশুদের ছেলে শিশুদের তুলনায় কম খাবার প্রদান করা হয়, স্কুল থেকে অধিক হারে প্রত্যাহার করা হয় এবং বাল্যবিয়েতে বাধ্য করা হয়।
- প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর রিপোর্ট (২০১৩)-তে দেখা যায়, সাইক্লোন 'সিডর' ও 'আইলা' পরবর্তী সময়ে বরগুনা জেলায় নারী ও শিশু পাচার বেড়ে গেছে এবং কমবয়সী নারীরা জীবিকা নির্বাহে দেহ ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

আইইএম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

Contribution of SMC to National Program

SMC works closely with both the Directorate General of Family Planning (DGFP) and the Directorate General of Health Services (DGHS) as an inevitable partner in the national health and FP programs.

According to 2011 Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS), 1 in every 3 family planning users rely on SMC brands for their contraceptive needs and 60% of all ORS users use SMC branded ORSaline-N.

Over the years SMC operations have made a significant contribution towards achievement of MDG 4 and 5 goals in Bangladesh. According to PSI Impact Calculator, SMC operations since inception have averted -

- 16 M unintended pregnancies
- 1.2 M under 5 mortality
- 106.3 M DALYs (life years lost due to disease and disability)

UNFPA

Argentina Matavel Piccin
UNFPA Representative
Bangladesh

Message

When emergencies strike, life can change in an instant. Given the geographical situation and proneness to disasters of the country many Bangladeshi people have had to experience the destruction of their homes and the flight to safety as the only option left. Forced to flee or find shelter, often with little more than the clothes on their backs, families and individuals find themselves without basic necessities, from obvious things like food and water to hygiene supplies, contraceptives and medical care.

Women, children and young people comprise over three quarters of the over 50 million people who have been forcibly displaced from their homes by conflict and disasters around the world. On this year's World Population Day we are therefore paying special attention to Vulnerable Populations in Emergencies. This means taking a close look at the special needs women and young people face in crisis situations. We know that in emergencies women's vulnerabilities increase, unwanted pregnancies, sexually transmitted infections and HIV, hazardous pregnancies and sexual violence and exploitation oftentimes become a reality. Responses to emergencies typically focus on the provision of basic services and supplies such as water, food and shelter, but tend to overlook gender dimensions or the special needs of adolescents and youth. Integrating measures to meet the distinctive needs, including the sexual and reproductive health care requirements, of adolescents, youth and women during emergency response is crucial.

UNFPA's mandate includes humanitarian response to disasters and emergencies through ensuring that sexual and reproductive health care is available and accessible and girls' and women's vulnerability to violence is addressed. Making sure that those most vulnerable in emergencies are integrated into preparedness and addressing their specific needs in emergency situations will ensure the well-being of families and entire communities. Only when we can meet these needs we make women and young people safer and healthier.

Argentina MatavelPiccin

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ আষাঢ় ১৪২২
১১ জুলাই ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ বছর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Vulnerable Populations in Emergencies' অর্থাৎ 'নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে সবার আগে নারী ও শিশুর দিকে সেবার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী ও শিশু। আমাদের সরকার দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নারী ও শিশুকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এখন নারীর অংশগ্রহণ বহুগুণে বেড়েছে। আমরা শিশু অধিকার সংরক্ষণ করেছি। শিশুদের চাহিদা, কল্যাণ ও অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিশু বাজেট প্রণয়ন করেছি। প্রতিবন্ধীসহ সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকেও আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি।

আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য একটি দক্ষ ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলেছি। দুর্যোগে সর্বাগ্রে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি গর্ভবতী নারী ও কিশোরীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি। দুর্যোগকালীন বা জরুরি অবস্থায় নারী ও কিশোরী স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্থাৎ তাঁদের আপদকালীন সেবা প্রদানকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি।

দেশের সকল সেবাকেন্দ্র থেকে জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থাসহ সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো আরও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন– এ প্রত্যাশা করছি।

দুর্যোগের সময় মা ও শিশুর জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জাহিদ মালেক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১১ জুলাই, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। প্রতি বছরের মতো এবারও দেশজুড়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে দিবসটি পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'Vulnerable Populations in Emergencies' যার ভাবানুবাদ হচ্ছে 'নারী ও শিশু সবার আগে বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে'। প্রতিপাদ্যটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলা করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমের সূচকগুলোর ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭৪ সালে ২.৬১% থেকে ২০১১ সালে ১.৩৭%-এ হ্রাস পেয়েছে। এক বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১৯৭৫ সালে ১৫০ থেকে ২০১৪ সালে ৩৮-এ হ্রাস পেয়েছে। সীমিত সম্পদ ও আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আগামী দিনের সুস্থ সবল জাতি গঠনে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশজুড়ে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গড়ে ওঠা সেবা-অবকাঠামোসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই আমরা যে কোনো দুর্যোগ মুহূর্তে নারী, কিশোরী ও শিশুদের চাহিদামাফিক সেবা প্রদান করে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশকে একটি সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারব।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হোক, এই প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হোক

জাহিদ মালেক, এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে এবারও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০১৫ পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Vulnerable Populations in Emergencies' যার ভাবানুবাদ হচ্ছে 'নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে'। এটি একটি যুগোপযোগী প্রতিপাদ্য বলে আমার কাছে মনে হয়েছে।

আমাদের মোট জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ নারী ও শিশু। তাদের বাদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন আশা করা যায় না। প্রতি বছর আমরা কোনো না কোনো দুর্যোগের শিকার হচ্ছি। দুর্যোগে আমাদের দেশে জানমালসহ অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে এ সময় নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জন্য বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদীভাঙ্গন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবসৃষ্ট দুর্যোগের আগে ও পরে যত দ্রুত সম্ভব নারী ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দেশব্যাপী জনসাধারণকে উজ্জীবিত করে আমাদের কর্মী বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হবে এবং দুর্যোগকালীন সময়ে সবার আগে নারী, শিশুদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রতিপাদ্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে দেশব্যাপী র‍্যালি, আলোচনা, প্রদর্শনী, দেশের সকল সেবাকেন্দ্রে বিশেষ সেবা প্রদান, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পোস্টার লাগানো, লিফলেট বিতরণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সমাবেশ, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, টকশো ইত্যাদির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১৫-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

২৭ আষাঢ় ১৪২২
১১ জুলাই ২০১৫

বাণী

জনসংখ্যা সমস্যার গুরুত্বকে তুলে ধরে প্রতি বছরের মতো এ বছরও বাংলাদেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে দেশজুড়ে নেয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে 'Vulnerable Populations in Emergencies' যার ভাবানুবাদ হচ্ছে 'নারী ও শিশু সবার আগে, বিপদে-দুর্যোগে প্রাধান্য পাবে'।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতি বছর প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করে আমাদের টিকে থাকতে হচ্ছে। দুর্যোগকালীন সময়ে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাতীয় স্বার্থে এ সময় নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমান সরকার দেশের সকল মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে সারা দেশে প্রতি ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। তবে জনসংখ্যা যদি বর্তমান গতিতে বাড়তে থাকে তাহলে সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান আরো বিলম্বিত হবে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত অন্যান্য সকল সেবাকেন্দ্র থেকে একযোগে দুর্যোগকালীন অথবা জরুরি অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবার আওতায় আনার জন্য বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের এবারের আহ্বান বাস্তবায়নে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য আমি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ডা: দীন মো: নুরুল হক

USAID আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আইইএম ইউনিট পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
SMC
UNFPA জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল